

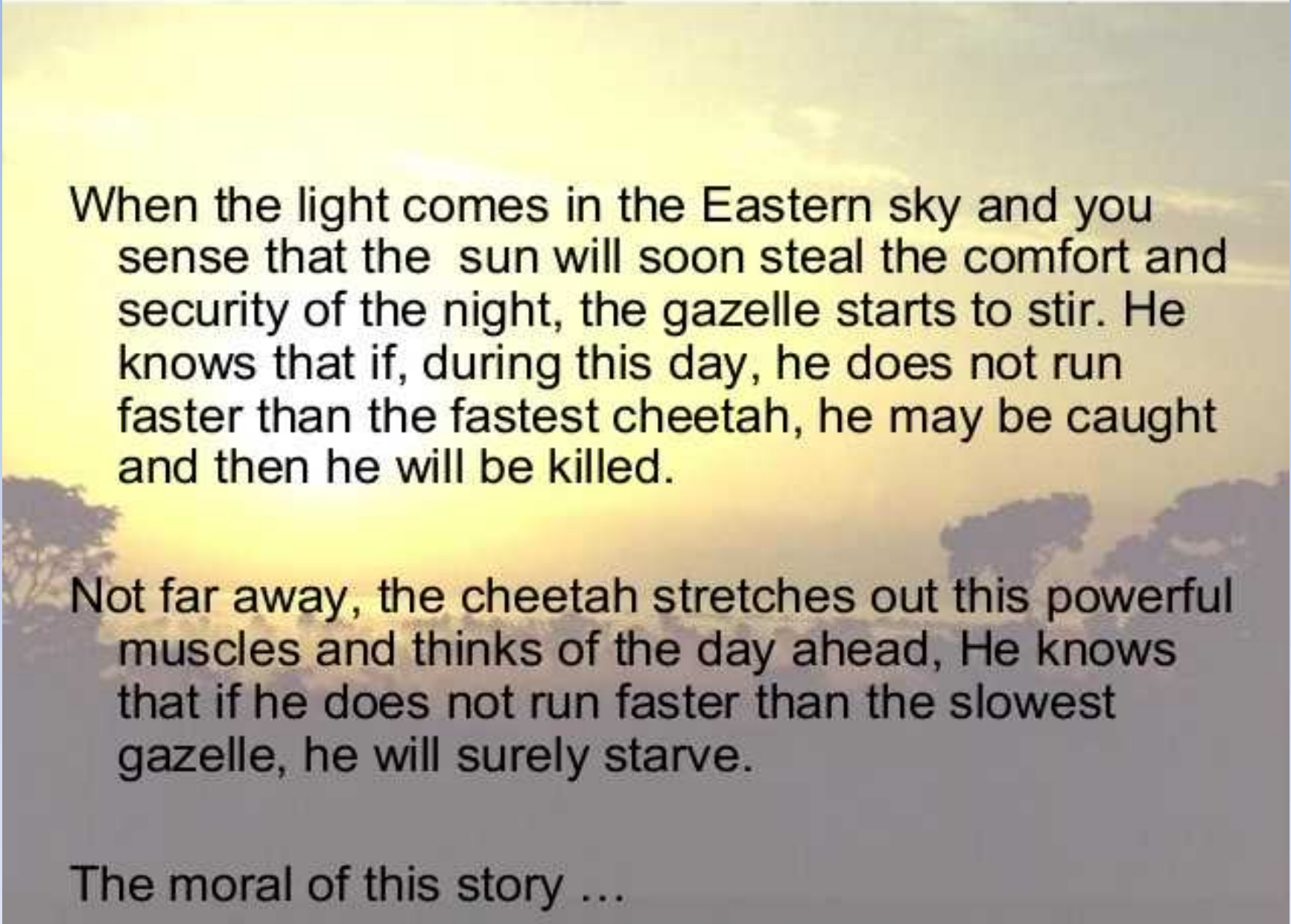
In the grasslands,
somewhere on the African continent,
success can be defined in terms of life and death,
Survival is a strong motivator.
Here's a short story ...

GAZELLE



CHEETAH

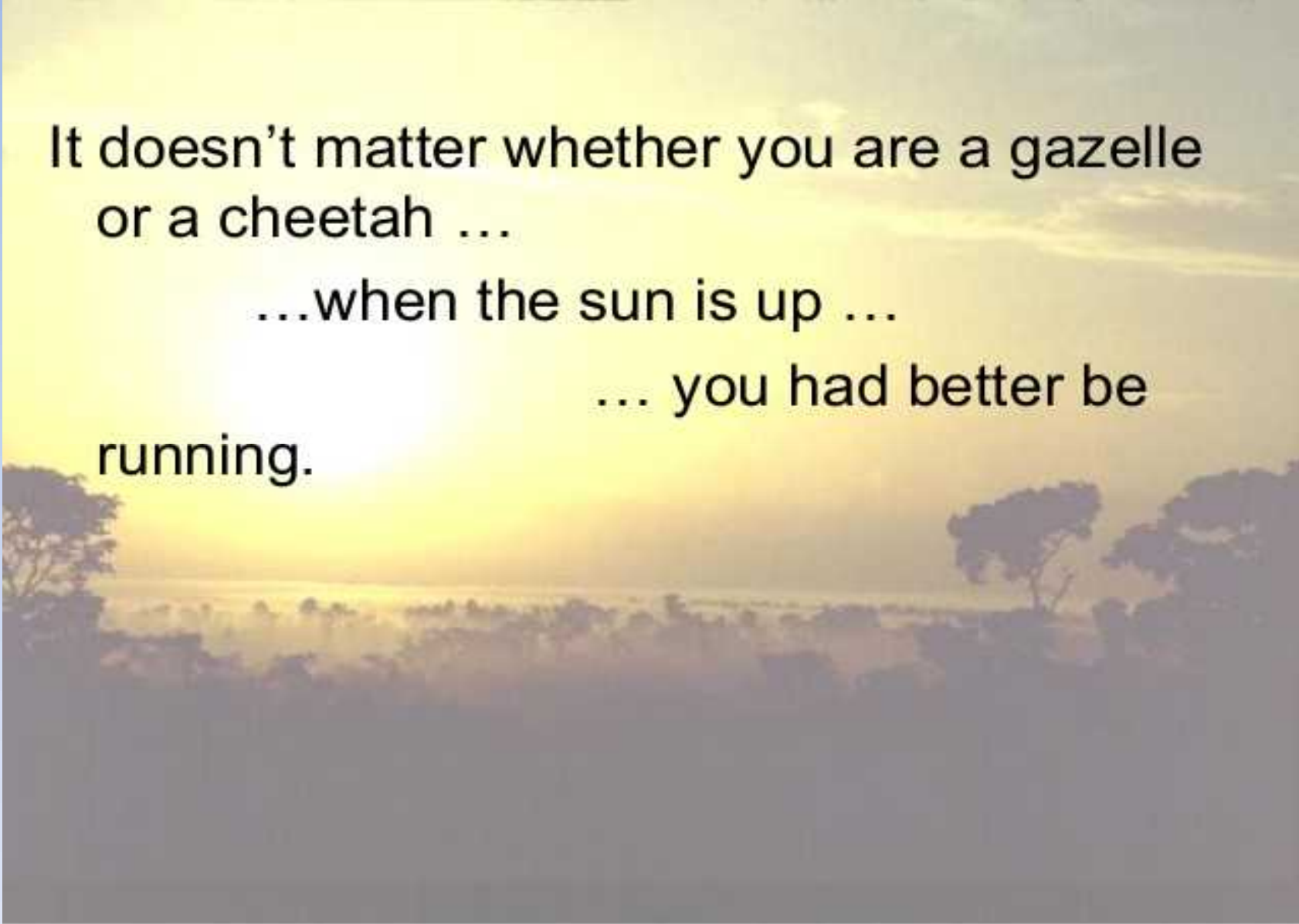




When the light comes in the Eastern sky and you sense that the sun will soon steal the comfort and security of the night, the gazelle starts to stir. He knows that if, during this day, he does not run faster than the fastest cheetah, he may be caught and then he will be killed.

Not far away, the cheetah stretches out this powerful muscles and thinks of the day ahead, He knows that if he does not run faster than the slowest gazelle, he will surely starve.

The moral of this story ...



It doesn't matter whether you are a gazelle
or a cheetah ...

...when the sun is up ...

... you had better be
running.

MOTIVATION

প্রেষণা

প্ৰেৰণা

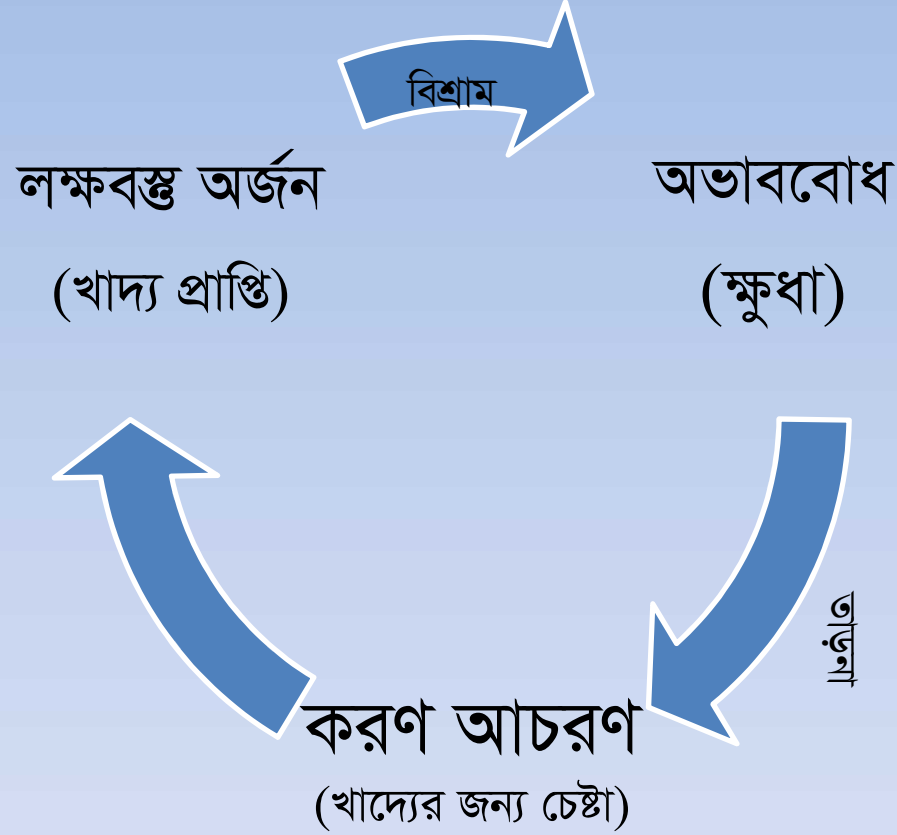
প্ৰেৰণা হ'লো এমন প্ৰক্ৰিয়া যা
মানুষ ও অন্যান্য প্ৰাণীকে
কাজেৰ/লক্ষ্যেৰ দিকে ধাৰিত
কৰে ।

প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য

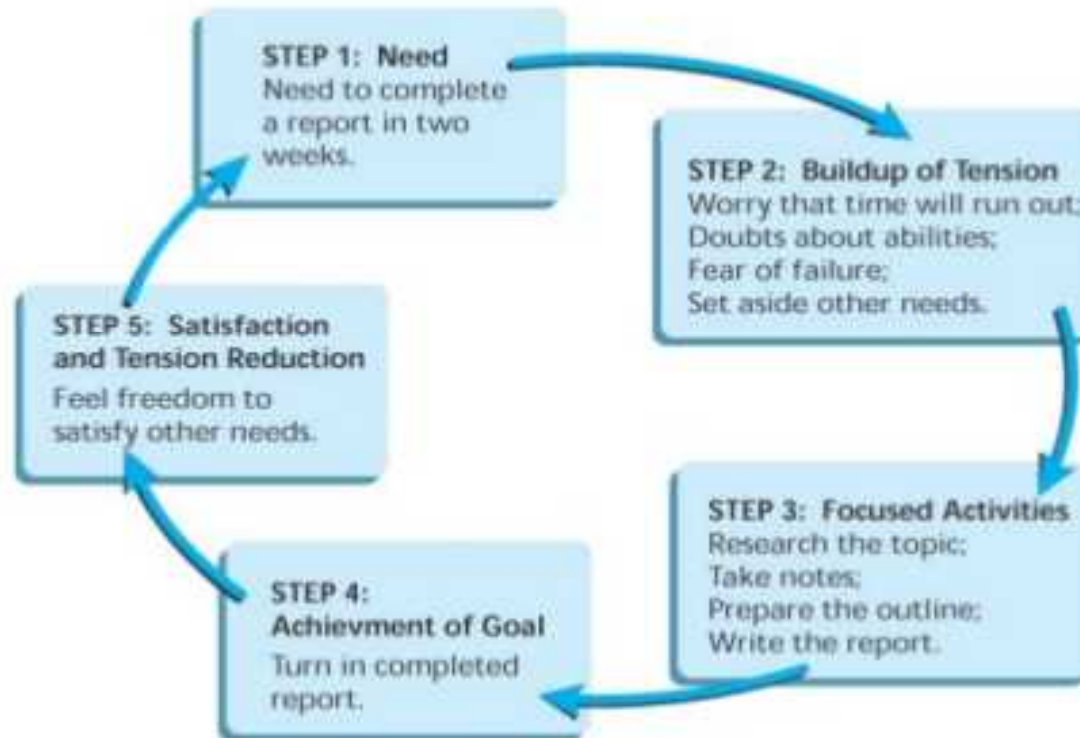
প্রেষিত আচরণের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে:

১. **প্রেষিত আচরণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত:** প্রেযিত আচরণ মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত বা পরিচালিত করে। ধরণ, আপনার পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। আপনি পানির দিকে যাবেন, খাদ্যের দিকে নয়। অথবা কেউ ক্ষুধার্ত হলে পানির দিকে না যেয়ে খাদ্যের দিকে ধাবিত হবে। তাই প্রেযিত আচরণকে নির্বাচনমূলক আচরণও বলা হয়।
২. **প্রেযিত আচরণ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী:** কোন মানুষ বা প্রণীকে যদি খাদ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয় তবে, বঞ্চার সময় যত বেশী হবে, উত্তেজনা বা আত্মহ তত বেশী বাড়তে থাকে এবং তা লাভের জন্য চেষ্টাও তত স্থায়ী হবে এবং পৌনঃপৌনিক হবে। তবে অবিরাম চেষ্টার পর যদি লক্ষ্য বস্তু আয়ত্তে না আসে তবে সে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং লক্ষ্য বস্তু অন্বেষণ থেকে বিরত থাকবে।
৩. **প্রেযিত আচরণ ভারসাম্য সংস্থাপক:** মানুষের মনে কোন বিষয়ে অভাব জাগ্রত হলে শরীরের অভ্যন্তরে ভারসাম্যহীনতা দেখা যায় এবং লক্ষ্য অর্জিত হলে শরীরের অভ্যন্তরে পুনরায় ভারসাম্য ফিরে আসে। শরীরের ভেতরের উপাদানগুলো ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ সমতা বা ভারসাম্য রক্ষা
৪. **প্রেযিত আচরণ অভ্যন্তরীণভাবে সৃষ্ট:** প্রেযিত আচরণ বাইরের কোন বস্তু বা ঘটনার দিকে ধাবিত হয়, তবে এর উদ্ভব হয় শরীরের ভেতর কোন পরিবর্তন বা চাহিদার জন্য যেমন ধরণ, কারো ক্ষুধা বা পানির পিপাষা লেগেছে; যা, প্রাণীর শরীরের ভেতর টিস্যুর পরিবর্তিত অবস্থার জন্য সৃষ্টি হয়।

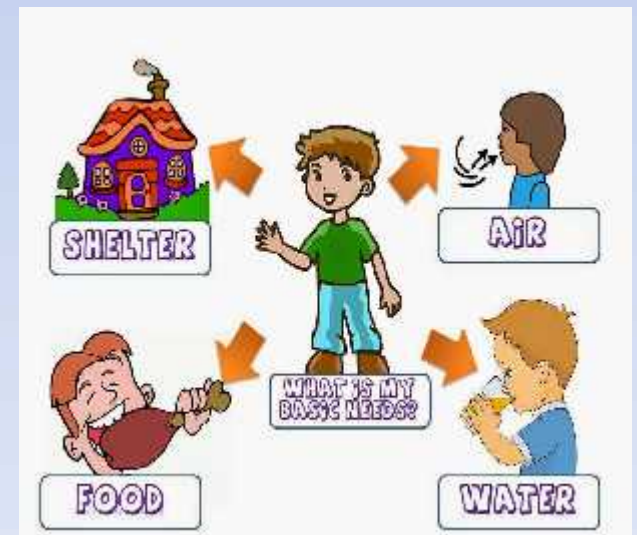
প্রেষণা চক্র



MOTIVATION CYCLE



অভাববোধঃ



তাড়না



করণ আচরণঃ



উদ্দেশ্যসাধনঃ



প্রেষণা চক্র

প্রেষণাকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা,

১. অভাব বোধ, : মানুষের প্রেষণা চক্রের প্রথম অবস্থা বা ধাপ হলো অভাব বোধ, যার ফলে মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে একটি অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়, ফলে সে এ অভাব দূর করার প্রয়োজন অনুভব করে।
২. উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বা করণ আচরণ : প্রেষণা চক্রের দ্বিতীয় ধাপ বা স্তর হলো অভাব দূরীভূত করার লক্ষ্যে করণ আচরণ (Instrumental behavior)।
৩. লক্ষ্যবস্তু অর্জন : প্রেষণার তৃতীয় স্তরে বা ধাপে লক্ষ্যবস্তু অর্জনের মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরের অস্থির অবস্থার সাময়িক উপশম হওয়া এবং পরিতৃপ্তি লাভ করা।

মানুষ বা প্রাণীর প্রেষণার এ তিনটি অবস্থা বা পর্যায় চক্রাকারে আবর্তিত হয় বলে একে ‘প্রেষণা’ চক্র বলা হয়। কিন্তু প্রেষণা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া; কারণ হলো মানুষের মধ্যে আমরণ পর্যন্ত অভাব বোধ জাগ্রত থাকে। তাই একটা প্রেষণার পরিতৃপ্তি লাভ করলে, অন্য প্রেষণা মানুষকে আবার নতুন কাজে উৎসাহিত করে এবং এমনি করে মানুষের আচরণ আজীবন প্রেষণা চক্রের ভিতর দিয়ে আবর্তিত হতে থাকে।